সিঙ্কোয়েন গুচছ থেকে

চাও ফিরে সে অরণ্য ?

যে - আদিম পৃথিবীটা দাঁতে নখে ছিলো হিংস্র শৈত্যে ও উত্তাপে--
এ- নগর ত্যাগ করে সে- অরণ্যে ফিরে যেতে সাধ কারো আছো ?
নাকি তা কথার কথা ? মিছে বাহাদুরী নেওয়া সত্য - অপলাপে !
সেকালের বেশি ভাগ ঢাকা পড়ে গেছে বলে আমাদের কাছে
ও - ভাববিলাসে মজি, ফিরে যেতে ইচছা করি নস্ট্যালজিক ধাঁজে।

শ্রীলার সময় ভক্ষণ

শ্রীলার কব্জিতে ঘড়ি ... ক্ষুদ্র এ ডিজিট্যাল, বিনা দমে চলে,
কখনো থামেনা কাঁটা। কালস্রোত থামে তবু শ্রীলার জীবনে !
কী দুঃসহ থেমে থাকা ! ... ভেবে শ্রীলা ঘড়িটাকে গিলে ফেলে বলে---
যখন যেখানে যাবো, আন্দোলিত হতে থাকবো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
আমার ভিতর দিয়ে কাল সদা ছুটে চলবে অশেষ ধাবনে।

যৌবন বিদায়

এ - প্রৌঢ় নিকুঞ্জ থেকে ফুল চুরি করে করে সময়ের চোর
সাজায় অন্যের কুঞ্জ দিনের দিনে লক্ষ্য করি হয়ে অসহায়।
আমারই চোখের আলো, স্বপ্ন, সাধ, রং নিয়ে আরেক কিশোর
নিকুঞ্জ বানায় কোথা -- এ পুষ্পসম্ভার সে - উপহার পায়।
তাই তো চ্যাঁচাই - গোলো, অতো সাধে গড়া কুঞ্জ ঝরায়, খরায়

ঝি বন্দ্যোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com